লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা: জামায়াত নেতাসহ আহত ২

দামুড়হুদার লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কে আবারও একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আজ রবিবার সকাল ৮টার দিকে সোহেলের পোল্ট্রি ফার্মের পাশে একটি দ্রুতগামী প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে। তিনি দর্শনা পরানপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মনিরুল ইসলাম।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকেসহ অপর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে চিকিৎসকরা তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কের এই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বড় বড় ঝোপঝাড়ের কারণে দৃষ্টিসীমা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিপরীত দিক থেকে আসা কোনো গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালক একে অপরকে দেখতে পান না, যা এসব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঠিক এই একই স্থানে গত পাঁচ দিন আগেও একটি মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই জনেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। একের পর এক এমন প্রাণঘাতী ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বারবার দুর্ঘটনা ঘটার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাদের দাবি অবিলম্বে লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কের উভয় পাশের বিপজ্জনক ঝোপঝাড় ও জঙ্গল দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।

“দুর্ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নয়—দুর্ঘটনা রোধে আগেই প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নেওয়া হোক”

এই স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকাবাসী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের জরুরি ও কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। প্রাণহানি এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এমনটাই সকলের প্রত্যাশা।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণে উত্তেজনা, জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ইউপি সদস্যদের ওপর হামলা ও ভিজিএফের চাল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে সরকারের বরাদ্দকৃত ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন অভিযোগ করেন, দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের একটি অংশ জামায়াতের কিছু নেতাকর্মী দাবি করেন। দাবি পূরণ না হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সুজাউদ্দিন বলেন, “দুঃস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল জামায়াত নেতাদের না দেওয়ায় তারা আমার ওপর হামলা চালায়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি তাদের তালিকাভুক্ত কোনো দুস্থ ব্যক্তি

থাকত, তাহলে নাম দিলে যাচাই-বাছাই করে চাল দেওয়া হতো। কিন্তু কোনো তালিকা ছাড়াই জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।”

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে কিছু ব্যক্তি জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক মন্তব্য এড়িয়ে যান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

আহত জামায়াত নেতাকে দেখতে হাসপাতালে কেন্দ্রীয় আমির

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নে সংঘটিত হামলায় গুরুতর আহত ইউনিয়ন আমির মফিজুর রহমানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি রাজধানীর কাকরাইলের অরোরা হাসপাতালে গিয়ে আহত নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি, ঢাকার পল্টন থানা আমিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। তারা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ ওঠে। হামলাকারীরা রড, চাইনিজ কুড়াল ও ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতা-কর্মীর ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে একাধিক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন।

হামলায় বাঁকা ইউনিয়ন আমির মো. মফিজুর রহমানের বড় ভাই হাফিজুর রহমান (৪৬) নিহত হন। এছাড়া ইউনিয়ন আমিরসহ আরও তিনজন গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাদের জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়। ঢাকা নেওয়ার পথে হাফিজুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমানে কাকরাইলের অরোরা হাসপাতালে মফিজুর রহমান আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সেখানে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তার পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন।

এ সময় নেতৃবৃন্দ এ ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি করেন। পাশাপাশি নিহত হাফিজুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

চুয়াডাঙ্গায় ৭৯ হাজার টাকা সহ জামায়াত নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের রিজিয়া খাতুন প্রভাতী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৭৯ হাজার টাকা রাখার অভিযোগে জামায়াতের এক ওয়ার্ড সভাপতিকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তাকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। আটক ব্যক্তি হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি শরিফ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরে তার কাছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা থাকার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আসে। এ সময় তার কাছে থাকা ৭৯ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরতরা তাকে টাকাসহ আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

কোটচাঁদপুরে জামায়াত নেতা এনামুল হক হত্যা ঘটনার তদন্ত শুরু

কোটচাঁদপুরে জামায়াত নেতা এনামুল হক হত্যা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন (সিআইডি)। আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) ওই ঘটনার তদন্তে আসেন (সিআইডি) ঝিনাইদহ।

জানা যায়, ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি জামায়াত নেতা এনামুল হককে উপজেলা পরিষদ থেকে সাদা পোশাক ধারীরা তুলে নিয়ে যায়। ওইদিন এনামুল হক জামায়াত-সমর্থক চেয়ারম্যান প্রার্থী তাজুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে অপহৃত হন। এরপর ২৬ জানুয়ারি কোটচাঁদপুর পৌর শহরের নাওদাগা গ্রামে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। দীর্ঘ ১০ বছর পর এনামুল হকের ভাই বিএম তারিকুজ্জামান বাদী

হয়ে গেল ০১/০১/২৪ তারিখে ঝিনাইদহের আমলী আদালতে ১৯ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ কে এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার নির্দেশ দেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয় ঝিনাইদহ ৩ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল, নবী নেওয়াজ, জেলা পুলিশ সুপার ,আলতাফ হোসেন (৫৬),জাহিদুল ইসলাম (৪৫), এস আই মিজানুর রহমান (৪৮), এস আই সৈয়দ আলী (৪৬), সমির কুমার (৪০), শফিকুল আজম খান চঞ্চল (৫৮), মিজানুর রহমান খান (৫৫), মতিয়ার রহমান (৪৫), কওছার আলী (৫০) আঃ মতিন (৬০), নজরুল ইসলাম নজু (৪৮), আঃ হান্নান (৫০), শরিফুন্নেছা মিকি, শেখ সোহেল আরমান (৪০), নবি নেওয়াজ (৬০), শফিকুর রহমান (৪৮), শাহাজান আলী (৬০), তাজুল ইসলাম (৬৩) , এনামুল (৪২)।

এনামুল হক ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চাঁদপাড়া গ্রামে আব্দুল মালেকের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার মামলাটি তদন্তে আসেন ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ (সিআইডি) ঝিনাইদহের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কামাল ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি ইন্সেপেক্টর আব্দুর রহিম। এ ছাড়া সঙ্গীয় পুলিশ সদস্য ছিলেন রাকিবুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কামাল বলেন, ওই ঘটনায় এনামুল হকের ভাই বিএম তারিকুজ্জামান গেল ০১/০১/২৪ তারিখে মামলা দায়ের করেন। এরপর মামলাটি এজাহার হিসেবে নিতে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনর্চাজকে নির্দেশ দেন আদালত।

তিনি বলেন ওই মামলাটি থানায় এজাহার হওয়ার পর তা গেল ১৬/১০/২৪ তারিখে আদেশ পান তদন্তের। তাঁর ধারাবাহিকতায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর মামলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে বলেন ওই কর্মকর্তা।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ

দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারীসহ দুই নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল আমিনসহ (৫৫) দুইজনকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের এই

দুই নেতাকে গ্রেফতার করেন। মাওলানা রুহুল আমিন মেহেরপুর শহরের খন্দকারপাড়ার মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

অপর গ্রেফতারকৃত আব্দুর রাজ্জাক সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মৃত রবগুল বিশ্বাসের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারকৃতদের নামে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের আগামীকাল শুক্রবার (১১ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মুজিবনগরে নাশকতার মামলায় দুই জামায়াত নেতা গ্রেফতার

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি ২ জামায়াত নেতাকে গ্রেফতার করেছে।

এরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের একছেদ আলীর ছেলে সোহেল রানা (৩৭) ও একই উপজেলার খানপুর গ্রামের মো: মোসলেম উদ্দীনের ছেলে ইলিয়াছ হোসেন (৩৬)।

সোহেল রানা জামায়াতের দারিয়াপুর ওয়ার্ড সভাপতি ও রাজনৈতিক সেক্রেটারী এবং ইলিয়াছ হোসেন সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক।

এদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগে মুজিবনগর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)২৫-ডি ধারায় পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ১১, তারিখ ২৪/০১/২০২৩ ইং মামলায় তাদের মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামিকে গ্রেফতার করেন।